REG. NO. C. 853.

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৮শে ভাদ্র বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 14th September 1927. | ১৮শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য /১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী

১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি; এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৵০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

কর্পূরারিষ্ট ঘরে করিয়া রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দৈবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৮শে ভাদ্র বুধবার ১৩৩৪ সাল।

হিন্দুর সঙ্ঘ-জীবন।

হিন্দুর নবজাগরণ দেখা দিয়াছে। ইহাকে সার্থক ও সফল করিয়া তোলা চাই। ভাবুকতার জাগরণকে কর্ম্মক্ষেত্রেও সার্থক করিতে হইবে।

হিন্দুর ব্যষ্টি জীবন যতখানি গঠিত, সমষ্টি জীবন ততখানি নহে। অথবা ব্যষ্টি হিন্দু সত্য করিয়া—গঠিত—নাই—বলিয়াই, তাহার সমষ্টি মেরুদণ্ডবিহীন।

হিন্দুর সমাজ আছে, কিন্তু তাহা অপ্রবুদ্ধ বোধের দ্বারা চালিত হইতেছে। বহুদিনকার সংস্কার তাহাকে কোনক্রমে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা জাগরণের পক্ষে অন্তরায়—মারাত্মক অন্তরায়।

আমার সমাজ—আমার জাতি—আমার ধর্ম্ম, ইহার জন্য হিন্দুর ঐকান্তিক অনুরাগ নাই। দেহের একাংশে আঘাত লাগিলে সর্ব্বাঙ্গে যেমন বেদনা বোধ হয়, তেমনি একজন হিন্দুর জন্য সারা হিন্দু সমাজ কোন কারণে কখনই উদ্বেলিত হয় না। ইহা সত্য।

কথাটা অপ্রিয় হইলেও, নিজ জাতির গ্লানি হইলেও ইহাকে স্বীকার করিয়া ইহার প্রতিকারের জন্যই হিন্দুকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

কোথাও কোনও একটী নিতান্ত অখ্যাত মুসলমান কোন কারণে বিপর্য্যস্ত হইলে, তাহাতে মুটে হইতে নবাব পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। একজন মুসলমানের কণ্ঠে "আল্লা হো আকবর" ধ্বনিত হইলে সাত কোটী কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি করে। আজ যে এই হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে বহু মুসলমানের সিঁধি ভাঙার হইয়াছে, মুদীখানার দোকান হইয়াছে, অর্থাৎ বেকার মুসলমান তাহার স্ব-সমাজের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

অপর পক্ষে হিন্দুর মধ্যে বেকার-সমস্যা প্রবল হইলেও কোন বেকার যুবককে কোন বিত্তশালী হিন্দু কোন ব্যবসায় জন্য সুবিধা করিয়া দেন নাই, সমষ্টিগতভাবে হিন্দুসমাজও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে নাই।

শুধু তাই নয়, গত হাঙ্গামায় দেখা গিয়াছে—প্রণালী বদ্ধভাবে মুসলমান যেমন গুণ্ডামি করিয়াছে, হিন্দু তেমন ঐক্যবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে নাই। করিলে আজ নারী ধর্ষণ নিবারণের জন্য সারা বাঙলায় হিন্দু সমাজে যে বিক্ষোভ জাগিত, তাহাতে দুর্ব্বৃত্তেরা ভস্মীভূত হইয়া যাইত।

বহু দিক দিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজের সমষ্টিবোধ অপ্রবুদ্ধ। এবং তাহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন। আর ইহাও বিশেষ চিন্তনীয় যে কি করিয়া ইহার সমাধান হয়।

হিন্দুকে হিন্দুভাবেই বাঁচিতে হইবে। মুসলমানী প্রথায় বা পাশ্চাত্যভাবে বাঁচা হিন্দুর গৌরবেরও নহে এবং হিন্দুত্বের অনুকূলও নহে কিন্তু হিন্দুর সঙ্ঘবুদ্ধিকে উদবুদ্ধি করাই হিন্দু জাগরণের প্রাথমিক কর্ত্তব্য।

অস্পৃশ্যতা নিবারণের কথা উঠিয়াছে। এই অস্পৃশ্যতাই হিন্দুকে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত বিয়োগ দৃষ্টি সম্পন্ন করিয়া মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

এ অস্পৃশ্যতা শুধু উচ্চে অন্তজে নয়; এ অস্পৃশ্যতা উচ্চে উচ্চে—অভিজাতে অভিজাতে; বরং অন্তজে অন্তজে অস্পৃশ্যতা নাই। যাহারা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর তাহারা এখনও পরস্পরের জন্য অনুভব করে।

অস্পৃশ্যতা—হৃদয়ের অস্পৃশ্যতা—বিয়োগ-বুদ্ধি। কারো সাতেও থাকি না,—পাঁচেও থাকি না—ভালো লোকের এই বিষাক্ত আদর্শই হিন্দু সমাজে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করিয়াছে।

বড়লোক হিন্দু নগরে বাস করিয়া পিতৃপিতামহের চিরাচরিত কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া সকলের সহিত বিচ্ছিন্ন, মধ্যবিত্ত হিন্দু দাস কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিয়া "আপনি বাঁচলে বাপের নাম"—এই ভাবনায় সকলের সুখ দুঃখের সহিত দূরবর্ত্তী আর নিম্নশ্রেণী—যাহারা খাটিয়া খায়, অভিজাত ও বিত্তবান শ্রেণীর সহানুভূতি না পাইয়া—সমাজ বিতৃষ্ণ।

অস্পৃশ্যতা ভক্ষ্য পানীয়ের উপর নির্ভর করে না। মৈত্রির স্পর্শই প্রকৃত স্পৃশ্যতা। যেদিন হিন্দু অভিজাত এবং বিত্তবান শ্রেণী পাশ্চাত্যভাবে বিমুগ্ধ হইয়া নগরাভিমুখী হইলেন, সেইদিনই হিন্দুর সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হইল। ইউরোপের স্বাধীন রাষ্ট্র আছে, সুনিয়ন্ত্রিত "অরাগ্যানিজেস্যন" আছে,—তাহার সমাজ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চলে; হিন্দু পরাধীন, কাজেই পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতে গিয়া তাহার সর্ব্বনাশ হইল।

পাশ্চাত্য "অরগ্যানিজেস্যন"কে স্বীকার করিতে হইলে—স্বাধীন রাষ্ট্র চাই। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে হিন্দু হইয়া বাঁচিতে চাই। তাই—"যেনাস্য পিতরো যাতা, যেন যাতা—পিতামহঃ"—যেরূপ রীতি নীতি স্বীকার করিয়া তাঁহারা বাঁচার মত বাঁচিয়া ছিলেন, তাহাই অঙ্গীকার করিতে হইবে।

পিতৃপিতামহ ছিলেন সমাজের সহিত জড়াইয়া, ছড়াইয়া, ওতঃ প্রেত মিলিয়া মিশিয়া। তাঁহারা দোল দুর্গোৎসবে শ্রাদ্ধে তর্পণে, উপনয়নে বিবাহে, এবং অর্থ নৈতিক ব্যাপার কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতিতে সমগ্র সমাজের সহিত একান্ত সংযোগ রাখিতেন; কাজেই সমাজও তাহার প্রতিদান দিত। অভিজাতের মমতা মৈত্রি—শ্রমিক ও অন্তজের চিত্তকে সমাজ সেবক করিত, সবলে সকলের দরদী ছিল। পরস্পর স্নেহে সখ্যে সহানুভূতিতে পরস্পর ভাবিত আমরা সবাই আপন। অভিজাত তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থে জলাশয় খনন করিয়া দিতেন, এবং শ্রমিক তাহার লাঠি লইয়া, রক্ত ক্ষরণ করিয়া ঐশ্বর্য্যবানের আপদে বিপদে রক্ষা করিত।

আজ আর কেহ কাহারো নয়। আজ হিন্দু জনগণ ধ্বংসমুখী পল্লীতে অনাদৃত, উপেক্ষিত, অস্পৃশ্য। আজ কোন হিন্দুর জন্য কোন হিন্দুর হৃদয় ব্যথা নাই। কাজেই হিন্দুর সঙ্ঘশক্তি ম্রিয়মান।

আজ সুদৃঢ়, সজাগ্রত, এক প্রাণ, সম, অনুভূতি সম্পন্ন হিন্দু সঙ্ঘ চাই। আর তাহাকে সার্থক করিতে পিতৃপিতামহের অনুবর্ত্তিত পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। তাঁহারা যেমন করিয়া স্নেহ ও মৈত্রিতে সমগ্র সমাজের হৃদয়কে একীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তেমনি করিয়াই আজ অভিজাতবর্গকে মিত্রভাবাপন্ন হইয়া সমাজের বিশিষ্ট ভাবকে যোগযুক্ত করিতে হইবে। যান্ত্রিক জগতে 'অরাগ্যানিজেশন' সত্য হইতে পারে; মনুষ্য জগতে মৈত্রিই একমাত্র ঐক্যভূমি। আজ হিন্দু সমাজের ইহাই নিজস্ব সমাজ ভিত্তি।

সমাজ সংস্কার-সভা।

অভয় আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী হিন্দু মহাসভার প্রচারক ও 'হিন্দুসংগঠন' 'বিধবাবিবাহ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন মহাশয় গত সপ্তাহে এখানে আসিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকটী সভায় হিন্দুজাতির সামাজিক সমস্যা ও তাহার প্রতিবিধান সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। জঙ্গিপুরে ও রঘুনাথগঞ্জে যে কয়টী সভা হইয়াছে তাহাতে তিনি জাতি ভেদ ও অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কেমন করিয়া উদার হিন্দু-সমাজ আজ সঙ্কীর্ণতায় পূর্ণ হইয়াছে, যে হিন্দুর ধর্ম্ম তাহাকে মনুষ্যেতর জন্তুকেও ভালবাসিতে শিক্ষা দিয়াছে, যাহা বৃক্ষলতা এমন কি দারুপাষাণেও ব্রহ্মদর্শন করিতে শিক্ষা দিয়াছে কেমন করিয়া হিন্দুরা সেই মহান্ ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াও আজ মানুষকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতেছে, কেমন করিয়া তাহারা আর মানুষের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া শক্তিসম্পন্ন হিন্দুসমাজ আজ সহস্রভাগে বিভক্ত, ভগ্ন-সঙ্ঘ ও লুপ্তশক্তি দুর্ব্বল ও সকলের ঘৃণিত হইয়াছে ও কেমন করিয়া পুনরায় এই সমাজের পুনরুন্নতি সম্ভব হইতে পারে—এই সকল কথা বিনয় বাবু তাঁহার স্বভাব-সুলভ সরল ও তেজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করেন। রঘুনাথগঞ্জ সভায় জেলে মালো প্রভৃতি জাতির বহুলোকও উপস্থিত ছিল। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলনে প্রধান উদ্যোগী শ্রীমান্ পার্ব্বতীচরণ দাসের উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে জোতকমল গ্রামে হরিসভা প্রাঙ্গনে এক সভা হয়। উক্ত সভায় বিনয় বাবু বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। তিনি হিন্দুদিগকে পৈশাচিক ভ্রূণহত্যা ও নবজাত-শিশু-হত্যার ভীষণ পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দেন।

বদলী।

এখানকার সাবডেপুটী শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন মুখার্জ্জী মহাশয় নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমায় বদলী হইয়াছেন। তাঁহার বিদায় উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের কয়েক স্থানে প্রীতি-সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় গণ্যমান্য জনগণের অনেকেই উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভদ্রতা ও সৌজন্যে এখানকার সকলেই মুগ্ধ। তিনি দিন দিন উন্নতিশিখরে আরোহণ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

নেতৃত্বের প্রভাব ও শাসন প্রভাব।

বড়লাটের সাম্প্রদায়িক শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপক বক্তৃতার পরই সিমলাস্থিত প্রাদেশিক নেতারা এক ইস্তাহারে মিলন আহ্বান জানাইয়াছেন। এই শুভ প্রচেষ্টার সমসাময়িক কুমিল্লা, কানপুর প্রভৃতি স্থানে হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। এ সব হাঙ্গামায় দেখা যাইতেছে যাহারা হাঙ্গামা বাধায় ধর্ম্ম তাহাদের অছিলা মাত্র। ধর্ম্মের নামে রাহাজানি ও হত্যাকাণ্ড চালানোই উদ্দেশ্য। এরূপ হাঙ্গামা সহজে দমিত হইতে পারে শাসন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা যদি সুদৃঢ় হয়। বাদ্যাতঙ্কে হাঙ্গামা অনেক স্থানে সৃষ্টি হইতেছে—রাজপথে হিন্দুর অধিকারে বিঘ্ন পড়িয়াছে—শাসন শৃঙ্খলার রক্ষকেরা যখন মিছিল যাত্রীদের ছাড়পত্র দেন তখন তাহাদের ইহাও দেখা কর্ত্তব্য যাহাতে ন্যায়ানুমোদিত মিছিলে কোন অতর্কিত বাধা না পড়িতে পারে। দু'চার স্থানে এই অশান্তি দমনের জন্য বাধা প্রদানকারীদের আদর্শ শাস্তি দিলে তবে বাধা দানের অহেতুকী ধর্ম্ম উৎসাহ অচিরে লোপ পাইতে পারে। আজ ভারতীয় এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গা হাঙ্গামায় দু' সম্প্রদায়ের বোধশক্তি জাগানোর চেয়ে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের তীব্র শাস্তির ব্যবস্থা হওয়াই আগে প্রয়োজন। শাসন শৃঙ্খলা ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত না হইলে এ সব দাঙ্গা হাঙ্গামা ও দেশব্যাপী অশান্তি শুধু নেতৃত্বের প্রভাব ও শুভ ইচ্ছা হইতে থামিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

---

*নীলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্‌সেফী আদালত।
নীলামের দিন ১৯শে সেপ্‌টেম্বর ১৯২৭।

—•—

২৪০ থাং ডিঃ ওয়াক ষ্টেটের মাতুয়ালি সাজ্জাদ আহাম্মদ চৌধুরী দিং দেং যাদু মাহাতো দিং দাবি ২১।৶৬ পং দশ-হাজারী মৌজে তালিপুর ২।০ কাত ২।০ আঃ ১৫৲

২৪১ থাং ডিঃ ঐ দেং ফুলমনি দাস্যা দাবি ২০৷৷/০ পং দশহাজারী মৌজে লক্ষ্মপুর ৩৫১।০ কাত ২/১০ আঃ ২০৲

২৪২ থাং ডিঃ ঐ দেং উজিরমহম্মদ বিশ্বাস দাবি ১৯/৬ পং দশহাজারী মৌজে ভৈরবডাঙ্গা ৭৫৪৷৷ কাত ২।০ আঃ ২০৲

২৮৪ থাং ডিঃ নেহালচাঁদ সামসুকা দেং জগৎতারিণী দাসী দাবি ১৬৶০ পং গনকর মৌজে আমলাগাছী ১।০ কাত ১৷৷/০ আঃ ১০৲

২৮৫ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৩।৶০ পরগনাদি ঐ ২৷৷২ কাত ২৸০ আঃ ২০৲

*উপরোক্ত নম্বরগুলি পরে পাওয়া গিয়াছে।

নোটিশ।

—•—

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অক্ষকুমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিগরের আচরণে তাহাদের সহিত মন-মালিন্য ঘটায় আমি পৃথক হইয়া পৃথকান্নে ও পৃথক কার-বারে বসবাস করিতেছি। আমাদের পৈত্রিক কোন দেনা ছিল না বা আমিও কোন দেনা করি নাই আমার উক্ত দুই ভ্রাতা পৈত্রিক কিম্বা এজমালি দেনা উল্লেখে কোন কর্জ্জ বা কারবার করিলে আমি তাহাতে কোনরূপে বাধ্য হইব না কিম্বা আমার পৈত্রিক সম্পত্তির আমার অংশ দায়ী হইবে না। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি আমার উক্ত দুই ভ্রাতা আমার অনিষ্ট সাধনের নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। আমার নিজের অর্থের কোন অভাব নাই। ইতি ১১।৯।২৭

শ্রীনিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
সাং জঙ্গিপুর।

গর্ভনিবারণ চূর্ণ।

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চির দিনের মত নষ্ট করে না। ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা থাকে। টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। দরিদ্র দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপা-ততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১।০ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা—
মেসার্স বি, দে, এণ্ড সন্স।
পোঃ বারদী, জিলা ঢাকা।

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেণ্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাবতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে পরীক্ষা প্রার্থনীয়

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

দারুণ গ্রীষ্মে 'জবাকুসুম' বিশেষ আরামপ্রদ

—স্নানে ও প্রসাধনে প্রত্যহ 'জবাকুসুম' ব্যবহার করিবেন—

'জবাকুসুম' প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়। সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ, ২৯ নং কলুটোলা, কলিকাতা।

কলিকাতার বহুদর্শী ডাক্তার ও কবিরাজগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

নূতন জ্বর চব্বিশ ঘণ্টায় আরোগ্য।	বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস ট্রেড মার্ক চাঁদ মার্কা পাচন	পুরাতন জ্বর তিনদিনে আরোগ্য।

দেশী গাছগাছড়া ও ধাতুঘটিত উপকরণে প্রস্তুত বলিয়াই এদেশীয় রোগীর পক্ষে এত ফলদায়ক।

যথার্থই পাঁচন—জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র আবার সালসার কাজ করে।

জ্বর বন্ধের পরও কয়েক দিন সেবন করিলে জ্বরের কীটাণুগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি

প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।] এবং শরীর সুস্থ ও সবল করে। [প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া, কুইনাইন আটকান, প্লীহা ও লিভারঘটিত, পালা, কম্প প্রভৃতি যে কোন প্রকারের জ্বর হউক না কেন, নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয়। উপকার দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

চিঠি লিখিবার ঠিকানা—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

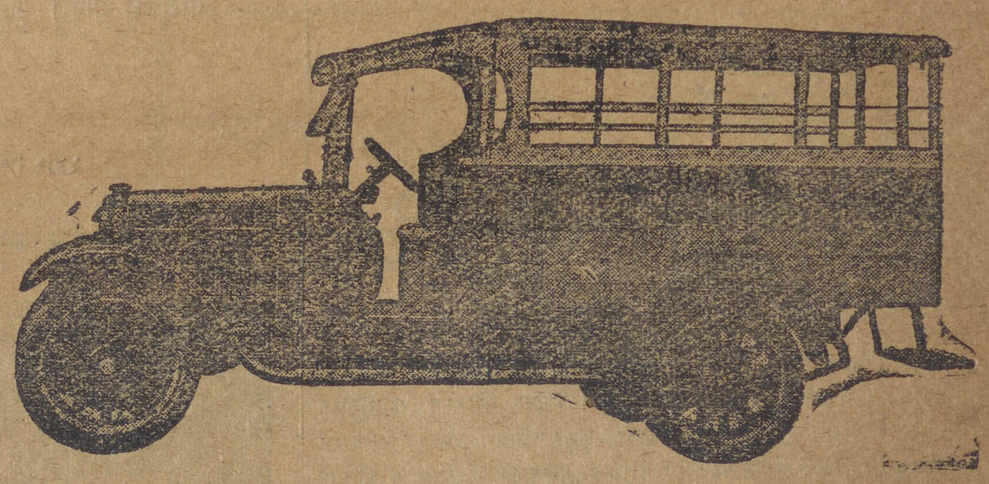

সু-সংবাদ! সু-সংবাদ! সু-সংবাদ!

আর ভাবিতেছেন কেন?
ঘরে বসিয়া কলিকাতার দরে মাল।
অর্থ উপার্জ্জনের চমৎকার উপায়, সামান্য পুঁজিতে লাভবান হইবার অদ্বিতীয় পন্থা,
সখ মিটাইবার উপযুক্ত সময়।

মোটর কার, মোটর বাস, মোটর লরি।

ফোর্ড, চেভরলেট এবং ডজ ব্রাদার্সের
যে কোন প্রকারের গাড়ী, নগদ বা ধারে যেমন ইচ্ছা পাইতে পারিবেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অদ্যই পত্র লিখুন বা স্বয়ং দেখা করুন।

মুখার্জ্জী ব্রাদার্স, মোটরকার এজেন্টস,
খাগড়া, (মুর্শিদাবাদ।)

প্রশংসার বিষয়

ঐ যে ৪৬ বৎসরের উৰ্দ্ধকাল আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীর স্থায়ীত্ব। এই ফার্ম্মাসী ভারতের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে ব্রাঞ্চ স্থাপন করিয়াছে। তা ছাড়া জেলায় জেলায়, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলিতেও ব্রাঞ্চ বা এজেন্ট রাখিয়া সাধারণের উপকার করিতেছে। এই ফার্ম্মাসীর কোন ঔষধেই কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। একটী ঔষধ শুদ্ধ গাছগাছড়া দ্বারা তৈয়ারী। উহার নাম **'আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা'।** উহার এক কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে। প্রত্যেক কৌটা এক টাকায় বিক্রীত হয়। এই ঔষধটীর গুণ কি শুনুনঃ—ইহা সেবনে শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, ধাতু দৌৰ্ব্বল্য, মেহ, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, শুক্রক্ষয়জনিত মাথাধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি, স্বপ্নদোষ, অকালিক ক্ষয়, মেধা শক্তির হ্রাস, বহুমূত্র প্রভৃতি পুরুষের রোগ; প্রদর, কষ্টরজঃ, স্বপ্নরজঃ প্রভৃতি জরায়ুর অন্যান্য পীড়া প্রভৃতি স্ত্রীলোকের রোগ দূর হয়। কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীতে পাওয়া যায়।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৵৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৵৹ এক টাকা পাঁচ আন

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সৰ্ব্বপ্রকার চৰ্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌৰ্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵৹ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌৰ্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চৰ্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অৰ্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুৰ্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সল্যিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌৰ্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সৰ্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূৰ্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সৰ্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য,

অপেরীণ।

ডাক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপরেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে।
প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকবে নাকো আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে একটী টাকা মাশুল আট আনা,
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)।
ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে,
ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুধা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সৰ্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ৷৵৹ দশ আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵৹ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।